ধিক্

(The Woes)

লূক ৬ অধ্যায় ২৪-২৬ পদ

আমরা লূকের সুসমাচার অনুসরণ করে যীশুর সমতলে দত্ত উপদেশ থেকে শিখছি। এই উপদেশে যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি দুই ধরণের জীবনের তুলনা করেছেন। একদিকে যারা এই রাজ্যের অন্তর্গত, তাদের জীবন; এবং অন্যদিকে যারা এই রাজ্যের নয়, তাদের জীবন। গত সপ্তাহে আমরা তাদের বিষয় শিখেছি, যারা এই রাজ্যের অন্তর্গত, এবং যীশু তাদের জীবনকে বর্ণনা করতে গিয়ে ৪টি আশীর্বাদের কথা বলেছেন। আজ আমরা তাদের বিষয় শিখতে চলেছি, যারা এই রাজ্যের প্রজা নয়, এবং যীশু তাদের জীবনকে বর্ণনা করতে গিয়ে ৪টি ধিক্কার উচ্চারণ করেছেন। এই ৪টি আশীর্বাদ ও ৪টি ধিক্কার একে অন্যের সমান্তরাল।

	আশীর্বাদ	ধিক্কার
১	ধন্য দীনহীনেরা, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।	ধিক্ তোমাদের, হে ধনবানেরা, কারণ তোমরা নিজেদের সান্ত্বনা পেয়েছ।
২	ধন্য তোমরা, যারা এখন ক্ষুধিত, কারণ তোমরা পরিতৃপ্ত হবে।	ধিক্ তোমাদের, যারা এখন পরিতৃপ্ত, কারণ তোমরা ক্ষুধিত হবে।
৩	ধন্য তোমরা, যারা এখন রোদন (শোক) করছ, কারণ তোমরা হাসবে।	ধিক্ তোমাদের, যারা এখন হাস্য কর, কারণ তোমরা বিলাপ ও রোদন করবে।
৪	ধন্য তোমরা যখন লোকে মনুষ্যপুত্রের কারণে তোমাদের দ্বেষ করে, . . . কারণ তাদের পিতৃপুরুষরা ভাববাদীদের প্রতি তাই-ই করত।	ধিক্ তোমাদের। যখন সকল লোকে তোমাদের সুখ্যাতি করে, কারণ তাদের পিতৃপুরুষরা ভাক্ত ভাববাদীদের প্রতি তাই-ই করত।

৪টি আশীর্বাদের ন্যায়, এই ৪টি ধিক্কারের কথা যখন লোকেরা শুনেছিল, তারা সকলে অবাক হয়েছিল, কারণ এগুলি জগতের মূল্যায়নের মানের বিপরীত। জগৎ আমাদের শিক্ষা দেয় যে একজন দীনহীনের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে হবে ও ধনীর প্রতি ঈর্ষা করতে হবে। কিন্তু জগতের শিক্ষার বিপরীতে যীশুর শিক্ষা হল, ''ধন্য দীনহীনেরা– ধিক্ ধনবানেরা; ধন্য যারা ক্ষুধিত– ধিক্ যারা পরিতৃপ্ত; ধন্য যারা রোদন করে– ধিক্ যারা হাস্য করে; ধন্য যারা ঘৃণিত– ধিক্ যারা সকলের কাছ থেকে সুখ্যাতি লাভ করে।"

এই ৪টি ধিক্কারের দ্বারা যীশু যে জগতের অবিশ্বাসীদের প্রতি কেবল দুঃখ প্রকাশ করেছেন, তা নয়; কিন্তু তিনি এদের দ্বারা ক্ষমতাপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। যার অর্থ, ৪টি আশীর্বাদের দ্বারা যীশু যেমন বিশ্বাসীদের জীবনে কার্যকারী আশীর্বাদগুলিকে বর্ণনা করেছেন; ঠিক তেমনই, ৪টি ধিক্কারের দ্বারা যারা অনুতপ্ত নয়, এমন অবিশ্বাসীদের জীবনে কার্যকারী অভিশাপ ঘোষণা করেছেন। আমরা যেন এই ধিক্কারগুলি থেকে সতর্কতা ও ভয়ের বিষয়কে পৃথক না করি। এই ধিক্কারগুলি কেবল ইচ্ছা পোষন বা সামান্য বর্ণনা নয়; কিন্তু এগুলি আমাদের প্রভুর বিচার, যা ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে।

যখন কোনও মানুষ জাগতিক বিষয়-সম্পত্তিকে এতখানি ভালোবাসে যে, তাদের ছাড়া সে বাঁচতে পারে না, তখন সে নিজেকে একাধিক কষ্টের মুখোমুখি করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা তাদের সেই সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি অক্ষত রাখতে বোকার ন্যায় বিপদের ঝুঁকি নেয়। সেই সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি-হানির কথা চিন্তা করে, তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে, তারা আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে, সেই সমস্ত সম্পত্তি অক্ষত রাখতে মৃত্যুর ঝুঁকি পর্যন্ত নিতেও তারা দ্বিধা করে না। কারণ তারা মনে করে, ঐ সমস্ত জাগতিক বিষয় ছাড়া তাদের জীবনের কোনও মূল্য নেই।

অর্থাৎ, গত সপ্তাহে আমরা যখন ঈশ্বরের রাজ্যের লোকদের ঈশ্বরভক্তির আশীর্বাদগুলি দেখেছি, আজ আমরা জগতের লোকদের জাগতিকতার অভিশাপগুলি দেখতে চলেছি। জগতের চিন্তার বিপরীতে যীশু এখানে, যারা বর্তমান সুখভোগের মধ্যে চূড়ান্ত তৃপ্তি লাভ করে, তাদের উদ্দেশে ৪টি ধিক্কার তথা অভিশাপ ঘোষণা করেছেন।

১। ধনবানদের প্রতি ধিক্কার: ২৪ পদে যীশু

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বলেছেন, *"ধিক্ তোমাদের, হে ধনবানেরা, কারণ তোমরা নিজেদের সান্ত্বনা পেয়েছ।"* এখন যীশুর এই কথার অর্থ এমন নয় যে, এই পৃথিবীতে যাদের ধন আছে বা যারা ধ্বনী, তাদের সকলকেই যীশু ধিক্কার জানিয়েছেন। কারণ বাইবেল এমন অনেক ধ্বনীর কথা বলে, যারা জাগতিক ধ্বনে ধনবান হলেও ঈশ্বরের উদ্দেশেও ধনবান ছিল: অব্রাহাম (আদি ১৩:২; ২৪:৩৫), ইস্হাক (আদি ২৬:১২-১৪), যাকোব (আদি ৩৬:৬-৭), দাউদ (১বংশা ২৯:২৮), ইয়োব (ইয়োব ১:৩), আরিমাথিয়ার যোষেফ (মথি ২৭:৫৭)।

যীশু এখানে সেই সমস্ত ধ্বনীদের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন, যারা জাগতিক ধনে নির্ভর করত। মার্ক ১০:২৪ পদে যীশু বলেছেন, *"যারা ধনে নির্ভর করে, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে কেমন কষ্টকর।"* অর্থাৎ, যীশু এখানে তাদের প্রতি এই ধিক্কার উচ্চারণ করেছেন, যারা তাদের জীবন ও সুখ কেবল অথবা মূলতঃ জাগতিক বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে খুঁজে থাকে, যারা তাদের আত্মার প্রয়োজনকে অস্বীকার করে, এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভরতাকে দুর্বলতা জ্ঞান করে। তারা সর্বদা আরও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের চেষ্টা করে। এই ধরণের লোকদের উদ্দেশে যীশু ধিক্কার জানিয়েছেন, কারণ পার্থিব সম্পত্তি অর্জনই হল তাদের একমাত্র লক্ষ্য, কেবল এর জন্যই তারা তাদের সমস্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করে থাকে। নিজেদের দৃষ্টিতে, তারা এত ধ্বনী যে, তারা কখনও ঈশ্বরের সান্নিধ্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না, ঈশ্বরের কাছে আসে না, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে না।

এখন এইভাবে যারা জীবন যাপন করে, তারা ইহজীবনে তাদের জীবনের লক্ষ্যের পূর্ণতা লাভ করে থাকে এবং তারা কেবল এই পূর্ণতার মধ্যেই সান্ত্বনা লাভ করে থাকে। যীশুর কথায়, তারা ইতিমধ্যে তাদের সান্ত্বনা পেয়ে গেছে। এখানে লাভ করার জন্য যে গ্রিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে, তা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হত, তা হল, "সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক বা মূল্য লাভ করা হল" *(Received payment in full)*। এই কথার দ্বারা যীশু বলতে চেয়েছেন, জাগতিক বিষয়-সম্পত্তি বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তাই যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তারা জগতের মাটিতেই কেবল এর মাধ্যমে সুখভোগ করতে পারে, তারা এই সুখ চিরকাল ভোগ করতে পারবে না। মথি ৬:১৯ পদে যীশু বলেছেন, *"তোমরা পৃথিবীতে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় কোরো না, একানে তো কীটে ও মর্চ্চায় ক্ষয় করে, এবং এখানে চোরে সিঁধ কেটে চুরি করে।"*

যীশুর এই কথা যখন বিশ্বাসী আমরা শুনি, তখন আমরা নিজেদের যে প্রশ্ন করতে বাধ্য, তা হল, আমরা কি স্বর্গে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় করেছি? মথি ৬:২০ পদে যীশু বলেছেন, *"কিন্তু স্বর্গে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় কর, সেখানে কীটে ও মর্চ্চায় ক্ষয় করে না, সেখানে চোরেও সিঁধ কেটে চুরি করে না।"* আসুন, নিজেদের আধ্যাত্মিক দরিদ্রতা স্বীকার করি ও স্বর্গের জন্য ধন সঞ্চয় করি, সেই বোকা ধ্বনীর মতো না হই (লূক ১২:১৬-২১)।

২। পরিতৃপ্তদের প্রতি ধিক্কার: ২৫ক পদে যীশু বলেছেন, *"ধিক্ তোমাদের, যারা এখন পরিতৃপ্ত, কারণ তোমরা ক্ষুধিত হবে।"* এই কথার দ্বারা যীশু তাদের বিষয় বলেছেন, যারা জাগতিক ধনের মধ্যে তাদের জীবনের মূল্য ও সুখকে খুঁজেছে, যারা তাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেছে। ঈশ্বরের জন্য ও ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তাদের কোনও ক্ষুধা বা তৃষ্ণা নেই, তারা পাথিব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যেই তৃপ্তি বা সান্ত্বনা লাভ করেছে। তারা ভেবেছে, জাগতিক সুখভোগের দ্বারাই তারা তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা পূর্ণ করতে পেরেছে।

অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, তারা ধর্মীয় আচার-আচরণ একেবারেই পালন করে না। না, তারা ধর্মীয় আচার-আচরণ করে। তারা ধর্ম-পালনের জন্য মণ্ডলীতে যায়, মাণ্ডলিক সংস্কারে অংশও নিয়ে থাকে। কিন্তু তা তারা করে, কারণ তারা এই কথা ভাবে যে, এইটুকু না করলেই নয়; করতে হয়, তাই করা। তাদের চিন্তায়, তাদের জীবনে এগুলি তেমন প্রয়োজনীয় নয়, যেহেতু তারা নিজেরা যথেষ্ট পূর্ণ। ঈশ্বর এবং তাঁর বাক্যের জন্য তাদের কোনও ক্ষুধা বা তৃষ্ণা নেই। যাদের জীবনে পার্থিব বিষয়-সম্পত্তি ও সুখভোগই একমাত্র চরম লক্ষ্য, তাদের জীবনে ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধা বা তৃষ্ণা না থাকাটাই স্বাভাবিক। আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রয়োজনীয়তাকে কেবল অস্বীকার করা নয়, ঐ বিষয়ে তারা তাদের পরিতৃপ্তি উপলব্ধি করে থাকে। ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার ইচ্ছা বা ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর সহভাগিতার উপলব্ধি

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাদের মধ্যে নেই।

পাতিহাসদের বিষয় একটি গল্প প্রচলিত আছে, সোরেন কীর্কেগার্ডকে অনেকে এর রচয়িতা বলে থাকেন। বসন্তকালে দলবেঁধে পাতিহাসরা ইউরোপের দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে উড়ে যাচ্ছিল। পথে তারা ডেনমার্কের একটি গোলাবাড়ির উপর দিয়ে উড়ে যায়। সেখানে কয়েকটি পোষা পাতিহাস দেখে, সেই দলের মধ্যে একটি পাতিহাস নিচে নেমে আসে, এবং তাদের সঙ্গে সারা গ্রীষ্মকাল কাটায়। এরপর শরৎকাল আসে, তখন সে দেখতে পায়, আবার দলবেঁধে বুনো-পাতিহাসরা উত্তর থেকে দক্ষিণে ফিরে যাচ্ছে। তাদের চীৎকার শুনে, অদ্ভুৎ আনন্দে তার হৃদয় পূর্ণ হয়, তার ডানা ঝেড়ে সে আকাশে উঠে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এতদিনের আরাম তাকে এত মোটা ও ভারী করেছে যে, সেই গোলাবাড়ির কেবল ছাদ পর্যন্ত সে উড়তে সক্ষম, তার থেকে বেশি উপরে নয়। আর তাই, সে পুনরায় গোলাবাড়িতে ফিরে আসে আর নিজেকে এমন কথা বলে, ''আমার জীবন এখানেই নিরাপদ এবং এখানকার খাবারও ভালো।'' এরপর প্রতি বসন্তে ও শরতে যখন গোলাবাড়ির উপর দিয়ে দলবেঁধে পাতিহাসরা উড়ে যেতে, তখন সে কয়েক মুহূর্তের জন্য তার ডানা ঝাড়া দিত। কিন্তু এইভাবে কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর, একদিন এল, যখন পাতিহাসদের উড়ে যেতে দেখেও, সে তাদের প্রতি আর বিন্দুমাত্র মনোযোগও দিল না।

যারা পার্থিব বিষয়ে পরিতৃপ্ত, তাদের বিষয়ও একই কথা প্রযোজ্য। জাগতিক পরিপূর্ণতা আমাদের এমন অলস ও তৃপ্ত করে যে, আমরা আর একটু জগৎ ও জাগতিকতার সুখ ভোগ করতে ইচ্ছা করি। কয়েক মুহূর্তের জন্য আপনি প্রভুর দিনে মণ্ডলীতে যাবার জন্য ইচ্ছা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনি তা থেকে দূরে থাকেন, কারণ আপনি উপলব্ধি করেন যে, মণ্ডলীতে আরাধনায় যোগদান করে তেমন কোনও জাগতিক লাভ হবে না। এই মনোভাব আপনাকে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ বা অধ্যয়ন থেকে দূরে রাখবে, শীঘ্রই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা আপনার মধ্যে থেকে দূর হবে।

৩। হাস্যকারীদের প্রতি ধিক্কার: ২৫খ পদে যীশু বলেছেন, *''ধিক্ তোমাদের, যারা এখন হাস্য কর, কারণ তোমরা বিলাপ ও রোদন করবে।''* এই কথার দ্বারা যীশু যে আমাদের হাসতে মানা করেছেন, সব সময় দুঃখ-দুঃখ মুখ করে থাকতে বলেছেন, তা নয়। যীশু এখানে তাদের ধিক্কার জানিয়েছেন, যারা সামান্য বিষয়ে আনন্দ করে, আধ্যাত্মিক বিষয়কে কখনও গুরুত্ব দেয় না। তারা কখনও তাদের পাপপূর্ণ পরিস্থিতির বিষয় শোক বা রোদন করে না। পরিবর্তে, যখন কেউ তাদেরকে ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের বিষয় বলে, তখন তারা তাদের উপহাস করে, তাদের প্রতি আঙ্গুল তুলে হাসে। ঈশ্বরের বাক্য ও লোকদের তুচ্ছ জ্ঞান করে। এইভাবে জাগতিক আনন্দ ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে তারা তাদের জীবনকে উপভোগ করতে চায়, এর মধ্যেই তারা তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে দেখতে পায়। তারা কখনও তাদের জীবনের সমীক্ষা করতে চায় না, তাদের জীবনের পাপপূর্ণ দুরবস্থাকে স্বীকার করে না। তাদের সেই পাপজীবনের জন্য অনুতাপ করে না, কাঁদে না।

তাদের বিষয় যীশুর সতর্ক বার্তা হল, তারা যদিও এখন হাসছে, কিন্তু ঈশ্বর যেদিন তাদের পাপের বিচার করবেন, তখন তারা শোক করবে, তখন তারা কাঁদবে। কেউ তাদের চোখের জল মুছে দেবে না (প্রকা ২১:৪)। কিন্তু তখন শোক করে বা কেঁদে কোনও লাভ হবে না, বড়ো দেরি হয়ে গেছে। তারা অব্রাহামের মুখ থেকে এমন কথা শুনবে, *''স্মরণ কর, তোমার সুখ তুমি জীবনকালে পেয়েছ, আর লাসার তদ্রূপ দুঃখ পেয়েছে, এখন সে এই স্থানে সান্ত্বনা পাচ্ছে, আর তুমি যন্ত্রণা পাচ্ছ''* (লূক ১৬:২৫)। তারা তখন আফসোস করে বলবে, *''আমার পাঁচটি ভাই আছে, লাসার গিয়ে তাদের কাছে সাক্ষ্য দিক, যেন তারাও এই যাতনা স্থানে না আসে''* (লূক ১৬:২৮)। আমাদের জন্য কোনও দ্বিতীয় সুযোগ নেই, একটাই সুযোগ। এই পৃথিবীতে আমরা যতদিন আছি, তার দ্বারাই স্থির হবে, আমরা আমাদের অনন্তকাল কোথায় কাটাব। আমরা যদি অনন্তকাল ঈশ্বরের সঙ্গে কাটাতে চাই, অনন্তকালীন বিলাপ ও রোদন থেকে মুক্ত হতে চাই, তাহলে এখন জাগতিক আনন্দ ও আমোদ-প্রমোদে হাসিতে জীবন কাটানো নয়, আমাদের পাপ স্বীকার করতে হবে, আধ্যাত্মিক দারিদ্র স্বাকীর করতে হবে; ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব করতে হবে; পাপপূর্ণ জীবনের জন্য অনুতাপ করতে হবে, কাঁদতে হবে। যীশুকে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহে পাপক্ষমা লাভ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করে, তাঁকেই আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান মেনে জীবন যাপন করতে হবে।

৪। সকলে যাদের সুখ্যাতি করে, তাদের প্রতি ধিক্কার: ২৬ পদে যীশু বলেছেন, *"ধিক্ তোমাদের, যখন সকল লোকে তোমাদের সুখ্যাতি করে, কারণ তোমাদের পিতৃপুরুষরা মিথ্যা-ভাববাদীদের প্রতি তাই-ই করত।"* যীশুর এই কথার অর্থ, এই নয় যে, কোনও লোকের মুখেই আমাদের সুখ্যাতি শোনা উচিৎ নয়। কারণ, ১তীম ৩:৭ পদে, মণ্ডলীতে অধ্যক্ষ পদের প্রার্থীকে *"বাইরের লোকদের কাছেও উত্তম সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়ার"* আবশ্যকতার কথা বলা হয়েছে। তাই, যীশু এখানে এই কথার দ্বারা তাদের নির্দেশ করেছেন, যারা তাদের কথা ও কাজের দ্বারা ঈশ্বরকে নয়, কিন্তু লোকদের সন্তুষ্ট করতে চায় (গালা ১:১০; ১থিষ ২:৪ পদে পৌলের বিপরীত আচরণ); লোকেরা যাতে তাদের সুখ্যাতি করে, তার জন্য তারা তাদের কথা বলে ও কাজ করে। যারা লোকদের সন্তুষ্ট করতে চায়, এবং তার দ্বারা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চায়, তারা সত্যকে ঢেকে রাখে, যার কারণে তারা শেষ পর্যন্ত প্রতারিত হয়। সমালোচনার কথা চিন্তা করে, যখন কোনও ব্যক্তি তার পরিবার বা বন্ধুদের কাছ থেকে সত্যকে আড়াল করে, তখন তার মধ্যে প্রতারিত হবার আশঙ্কা থাকে। জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে, যদি কোনও মণ্ডলী সমাজের কুকীর্তির বিষয় মুখ বন্ধ করে থাকে, তখন সেই মণ্ডলী তার তাৎপর্য (লবণ ও জ্যোতির ভূমিকা) হারায় এবং ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস ও অসমাদর করে থাকে। কারণ হিতোপদেশ ২৯:২৫ পদ বলে, *"লোক-ভয় ফাঁদজনক, কিন্তু যে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করে, সে উচ্চে স্থাপিত হবে।"*

যখন সকলে আমাদের সুখ্যাতি করে, তখন বুঝতে হবে, আমাদের মধ্যে কোনও প্রতারণা, বা কূট চাটুবাদ বর্তমান। এ বিষয়ে আমরা অবশালোমের কথা চিন্তা করতে পারি (২শমূ ১৫:২-৬)। অন্য সকলের কাছে নিজেকে অনুগ্রহভাজন করতে সে প্রতারণাপূর্ণ কথা বলেছিল ও আচরণ করেছিল। আসলে সে তার দ্বারা স্বার্থচেষ্টাই করেছিল। তার সেই কাজের দ্বারা সে মিথ্য-ভাববাদীদেরই অনুকরণ করেছিল। লোকরা যে কথা শুনতে চাইত, মিথ্যা-ভাববাদিরা তাদের মনোঃপূত সেই সমস্ত কথা ঈশ্বরের কথা বলে লোকদের কাছে উপস্থিত করত (২বিবরণ ১৮:২০-২২)। কিন্তু তাদের সেই সমস্ত মিথ্যা ভাববণীকে লোকেরা ভালোবাসত। যিরমিয় ৫:৩১ পদে ঈশ্বর বলেছেন, *"ভাববাদিরা মিথ্যা ভাববাণী বলে, আর যাজকরা তাদের বশবর্তী হয়ে কর্তৃত্ব করে, আর আমার প্রজারা এই রীতি ভালোবাসে।"* একইভাবে, যখন সমস্ত মানুষ আমাদের বিষয় ভালো কথা বলে, তখন বুঝতে হবে, আমরা কোনও না কোনও ভাবে সত্যকে আড়াল করেছি, আমরা আমাদের উপর ঈশ্বরের বিচারকে আনয়ন করেছি, আমরা নিজেরা নিজেদের কবর খুঁড়ছি। পরিবর্তে, আমরা যদি যীশুকে অনুসরণ করি, তাহলে লোকে আমাদের সমালোচনা করবে, তারা আমাদের ঘৃণা করবে, আমাদের একঘরে করবে, আমাদের উপহাস করবে। কিন্তু আমরা যেন এর দ্বারা নিরুৎসাহিত না হই। আমরা যেন বর্তমান জাগতিক সুখের মধ্যে পরিতৃপ্তি খোঁজার চেষ্টা না করি।

সমতলে দত্ত এই উপদেশের প্রথমেই ৪টি আশীর্বাদ ও ৪টি ধিক্কারের কথা বলে, যীশু তাঁর শ্রোতাদের দুই দলে ভাগ করেছেন। এর দ্বারা তিনি তাদের এই দুইয়ের মধ্যে একটি পথ বা জীবনকে বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করেছেন। আজ আমরাও নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি: আমি কি দরিদ্র, ক্ষুধিত, শোকার্ত ও যীশুর জন্য তাড়িত? না কি, আমি ধ্বনী, পরিতৃপ্ত, আনন্দিত, ও জনপ্রিয়? কেউই দরিদ্র হতে চায় না, ক্ষুধার্ত হতে চায় না, দুঃক্ষিত হতে চায় না, কিংবা তাড়িত হতে চায় না। কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই, যীশু কিন্তু আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, শোকার্ত ও বর্জিতের জীবন যাপন করেছেন। যীশু আমাদের অনন্ত পরিত্রাণের জন্য যা করেছেন, তা যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমরাও তাঁর অনুকরণে জীবন যাপন করতে উৎসাহিত হই।

পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্ম থেকে খ্রীস্টধর্ম যে পৃথক, তার পক্ষে আমরা এখানে একটি সাক্ষ্য দেখতে পাই। অন্য সমস্ত ধর্মের কেন্দ্রে 'আমি' বর্তমান– নিজের জন্য, নিজেকে উপলব্ধি করার জন্য, নিজের সেবা করার জন্য, নিজের গৌরবের জন্য সেগুলি তৈরী হয়েছে। কিন্তু খ্রীস্টধর্ম নিজের জন্য নয়, কিন্তু পিতা ঈশ্বরের জন্য, ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য, সেই রাজ্যের অন্য প্রজাদের জন্য। এর কেন্দ্রে ঈশ্বর, তাঁর বাক্য ও তাঁর রাজ্য। আপনার জীবনে প্রথম ও প্রধান কে? আপনি না ঈশ্বর?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com